রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও পদ্ধতি
Chemical Management Policy & Procedure

ডকুমেন্ট নং (Document No)	ইস্যু তারিখ (Issue Date)	রিভিশন নং (Revision No)	রিভিশন তারিখ (Revision Date)	অনুমোদনকারী (Approved By)

কার্যপ্রক্রিয়া এবং ব্যবহারিক কাজের কেমিক্যালের দ্বারা আমাদের নিয়োগকর্মী ও পরিবেশের সর্বনিম্ন ক্ষতি করাই আমাদের লক্ষ্য/নীতি।

---------- এ গার্মেন্টস এর স্পট বা দাগ তোলার জন্য শুধুমাত্র এসিটন এবং স্পটলিফটার - ৮৩৩ ব্যবহার করা হয় ।

বৈধ চাহিদা

⇨ সনাক্তকরন, লেবেলিং ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্যাবলী শ্রমিকদের জন্য প্রদত্ত সতর্কতামূলক তথ্যে বলা থাকবে।

⇨কেমিক্যাল নিয়ে নিরাপত্তার সাথে কাজ করার বিষয়ে নিয়োগ কর্মীদের অবশ্যই প্রশিক্ষিত হতে হবে এবং প্রশিক্ষনের বিষয়গুলো অবশ্যই লিপিবদ্ধ থাকবে।

⇨ শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও কাজের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

কারখানা আইনে শ্রমিকদের কর্তব্য

⇨ কেমিক্যেল কোন অন্যায়/অপব্যবহার প্রয়োগ করা যাবে না।

⇨ নিজকে বা অন্যকে বিপন্ন করে কোন কিছু করা যাবে না।

⇨ নিয়োগকর্মীদের স্বাস্থ্যগত ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যবস্থার প্রতি অবজ্ঞা করা যাবে না।

⇨ স্বাস্থ্যগত পরীক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করা যাবে না।

সনাক্তকরন ও লেবেলিং

⇨ সমস্ত কেমিক্যালের পাত্রের গায়ে অবশ্যই উৎপাদকের বা সরবরাহকারীর নাম এবং ঠিকানা সম্বলিত লেবেল লাগাতে হবে এবং স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জামাদির ব্যবহারের নির্দেশ থাকবে।

⇨ লেবেলের উপর নির্দেশিত তথ্যাদি কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা সমস্ত নিয়োগকর্মীর জানা উচিত।

⇨ কোন সুপারভাইজারের চেকবিহীন এবং লেবেলহীন পাত্র ব্যবহার করা যাবে না।

গুদামজাতকরণ

⇨ গুদাম ঘরে পর্যাপ্ত আলো, বাতাসসহ শুষ্ক ও ঠান্ডা হওয়া উচিত।

⇨ তাপ এবং আগুন বা বিষ্ফোরনের উৎস হতে গুদামঘর দূরে থাকবে।

⇨ কেমিক্যালের গুদামঘরে অবশ্যই ঢাকনা থাকবে (ছাদ থাকবে) এবং খোলা জায়গায় কেমিক্যালের গুদামঘর থাকবে না।

⇨ সহজে দাহ্যকৃত কেমিক্যালের পাত্রের মুখ বন্ধ করে রাখতে হবে এবং আগুনের উৎস থেকে দূরে রাখতে হবে।

⇨ বিপরীত গুনধর্মী কেমিক্যাল অবশ্যই পৃথক পৃথকভাবে রাখতে হবে।

⇨ অন্য কোন কেমিক্যাল দ্বারা খালি পাত্র ভর্তি করা যাবে না এবং ব্যবহৃত খালি কেমিক্যালের পাত্র যেটি আগে খালি হবে সেটি আগে বাহিরে যাবে।

⇨ কেমিক্যালের ষ্টোর অবশ্যই দ্বিতীয় প্রকোষ্ট দ্বারা বেষ্টিত করতে হবে যাহার ধারন ক্ষমতা হবে সংরক্ষিত কেমিক্যালের ১১০%।

⇨ ধুমপান ও পানাহার নিষিদ্ধ সম্বলিত চিহ্ন (লিখিত আকারে ও প্রতীক চিহ্ন সম্বলিত) কেমিক্যালের গুদামঘরে এবং কেমিক্যাল ব্যবহৃত স্থানে টানানো থাকবে।

সাধারণ

⇨ নিয়োগ কর্মীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সংক্রান্ত সরঞ্জামাদি (PPE) ব্যবহার করতে উৎসাহিত করতে হবেএবং বিপজ্জনক কেমিক্যাল সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বলতে হবে।

⇨ খাওয়ার পূর্বে হাত ধোবে এবং হাত পরিষ্কার করার জন্য কোন প্রকার সলভেন্ট ব্যবহার না করে সাবান ব্যবহার করবে।

⇨ অতি দ্রুত দূষিত কাপড় খুলে ফেলতে হবে।

⇨ ব্যক্তিগত কাজের জন্য চাকুরীর ক্ষেত্র হতে কখনই কেমিক্যাল নিয়ে যাবে না।

Identification of Hazardous and Non-hazardous Chemicals and Handling

(বিপদজনক/অবিপদজনক পদার্থ চিহ্নিতকরণ এবং নাড়াচাড়া পদ্ধতি)

- প্রথমেই বিপদজনক এবং অবিপদজনক কেমিক্যাল চিহ্নিত করিতে হইবে।
- দায়িত্বশীল ব্যক্তি দ্বারা স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ হইতে মুক্ত থাকার লক্ষ্যে বিপদজনক এবং অবিপদজনক বর্জ্য পদার্থ আলাদা আলাদা সীমাবদ্ধ স্থানে রাখিতে হইবে।
- সমস্ত কেমিক্যাল কন্টেইনার পরিষ্কার করিবার সময় নিয়ম মাফিক অর্থাৎ ব্যক্তিগত নিরাপত্তামূলক হ্যান্ড গ্লোভস, গামবুট, মাস্ক, গগলস প্রভৃতি পরিধান করিতে হইবে এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তি দ্বারা নির্ধারিত স্থানে প্রেরণ করিতে হইবে।
- খালি রাসায়নিক কন্টেইনার অবশ্যই লাইসেন্স প্রাপ্ত ঠিকাদারগণ ব্যতীত অন্য কেহ নিতে পারিবে না।
- খালি কন্টেইনারে আসল কন্টেইনারের ন্যায় অন্য বস্তু দ্বারা ভরা যাইবে না।
- ব্যবহৃত তৈল ছিদ্রবিহীন পাত্রে ঢালাই করা মেঝের উপর নির্দিষ্ট জায়গায় রাখিতে হইবে। ঢালাই মেঝে মাটির সাথে এমন প্রতিবন্ধকতা রাখিতে হইবে যেন কোন কারণে দুর্ঘটনায় পতিত না হয়।
- কোন কারণে স্বাস্থ্যের ক্ষতির সম্মুখীন হইলে চিকিৎসকের শরনাপন্ন হইতে হইবে।
- ষ্টোরেজ এলাকায় বিপদজনক চিহ্ন এবং বিপদজনক বর্জ্য ফেলানো এলাকা চিহ্নিত করিতে হইবে।
- ষ্টোরেজ এলাকা ঘেরা থাকিতে হইবে।

Hazardous Waste and Waste Handling Procedure

(ক্ষতিকর বর্জ্য এবং বর্জ্য পদার্থ নাড়াচাড়া করার পদ্ধতি)

বর্জ্য পদার্থ নাড়াচাড়া করিবার পদ্ধতি

⇨বর্জ্য পদার্থ নাড়াচাড়া করিবার পূর্বে ব্যক্তিগত সতর্কতার জন্য প্রয়োজনীয় সেফটি ম্যাটেরিয়েলস (যেমনঃ গামবুট, সেফটি গগলস, এপ্রোন, হ্যান্ডগ্লাভস এবং মাস্ক) প্রভৃতি পরিধান করিতে হইবে।

ক্ষতিকর বর্জ্যের সংস্পর্শে আসলে করণীয়

১। যদি শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয়

⇨সতেজ বায়ু দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হইবে।

⇨দ্রুত চিকিৎসকের শরনাপন্ন হইতে হইবে।

২। যদি চোখের সংস্পর্শে আসে

⇨চোখের পাতা খোলা রেখে কমপক্ষে ১৫ মিনিট সময় পরিষ্কার পানি দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলিতে হইবে। পরিষ্কার ঠান্ডা পানি ব্যবহার করিলে সবচাইতে ভাল হইবে।

⇨প্রয়োজনে চিকিৎসকের অথবা অকিউলিষ্টের শরনাপন্ন হইতে হইবে।

৩। যদি ত্বকের সংস্পর্শে আসে

⇨যত দ্রুত সম্ভব স্পর্শ স্থান সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলিতে হইবে।

⇨যদি বর্জ্য পদার্থ শরীরের কাপড়ে পড়ে তাহলে যত দ্রুত সম্ভব কাপড় ভেদ করিবার পূর্বেই ত্বক বা শরীরের উপর হইতে কাপড় খুলিয়া ফেলিতে হইবে।

⇨ত্বক বা কাপড়ের উপর দাগ পড়িলে সাইট্রিক এসিড অথবা অধিকতর তরল অক্সাইড এসিড দ্রবণ দিয়ে দাগগুলো তুলিয়া ফেলিতে হইবে।

৪। যদি গলধকরন বা মুখ গহ্বরের ভিতরে ঢুকে পড়ে

⇨তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে ফেলিতে হইবে।

⇨প্রচুর খাবার পানি পান করিতে হইবে।

⇨যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের অথবা হাসপাতালের শরনাপন্ন হইতে হইবে।

প্রস্তুতকারী (Prepared By)	অনুমোদনকারী (Approved By)	অনুমোদনকারীর স্বাক্ষর (Approval Signature)	সীল (Seal)